প্রফেসর অনুপম সেন

শিক্ষানীতির ভালো-মন্দ

বিশেষ নিবন্ধ

প্রস্তাবিত জাতীয় শিক্ষানীতিতে প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত করার যে সিদ্ধান্ত হয়েছে, এটি প্রশংসনীয় একটি উদ্যোগ। লক্ষণীয় যে, প্রস্তাবিত জাতীয় শিক্ষানীতিতে ইউরোপ-আমেরিকার অনুসরণে শিক্ষার স্তর কমানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। আমাদের দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে এ সিদ্ধান্ত ইতিবাচক ফল দেবে না। কারণ দেশে এমন অনেক পরিবার রয়েছে যাদের পক্ষে তাদের সন্তানদের দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত পড়ানো সম্ভব হবে না। ফলে এসব পরিবারের সন্তানদের বংশপরম্পরা পিছিয়েই থাকতে হবে। প্রস্তাবিত শিক্ষানীতিতে এমন শিক্ষার্থীদের জন্য বিকল্প ব্যবস্থার কথা অবশ্য বলা হয়েছে। কিন্তু এ সিদ্ধান্তের ফলে কেবল অর্থনৈতিক অসচ্ছলতার কারণে অনেক সম্ভাবনাময় শিক্ষার্থীর ঝরে পড়ার এ পরিণতি কাম্য নয়। আমি মনে করি, বিদ্যমান এসএসসি পরীক্ষা অন্তত আগামী দশ বছর অব্যাহত রাখা দরকার। দশ বছর পর জনগণের আর্থিক সঙ্গতি বিবেচনা করে মাধ্যমিক স্তর দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত বিস্তৃত করা যেতে পারে। চাকরি প্রাপ্তির ক্ষেত্রেও বর্তমানে বিদ্যমান এসএসসির সার্টিফিকেটের মূল্যায়ন করা দরকার। দশম শ্রেণী পাস একজন কর্মীও কর্মক্ষেত্রে দক্ষতার পরিচয় দিতে পারে। যে কর্মী দশম শ্রেণী পাস করার পর দক্ষতা অর্জন করতে ব্যর্থ, সে কর্মী বাড়তি দুই বছর অধ্যয়ন করলেই দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত হবে, এমনটা মনে করার কারণ নেই। দীর্ঘ সময় পাঠ গ্রহণের সুযোগ পেলেই শিক্ষার্থীরা দক্ষতা প্রমাণের সুযোগ পায়, এ ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলতে পারি, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন কোন শিক্ষকও ঠিকমতো বলতে পারলেও শুদ্ধভাবে মাতৃভাষায় নিজের মনোভাব প্রকাশে অক্ষম। অথচ সমাজে তারা গুণীজন বলে পরিচিত। তাদের এই অক্ষমতার পেছনে শিক্ষাব্যবস্থায় গলদের বিষয়টিও উল্লেখ্য। অনুসন্ধান করলে জানা যাবে, এসব শিক্ষার্থী মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ভাষার ওপর কোন রকম গুরুত্ব না দিয়েও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পেরেছে। কাজেই একজন শিক্ষার্থীর ভাষাজ্ঞান যাতে কোনভাবেই অপূর্ণ না থাকে এ বিষয়ে গুরুত্ব দিতেই হবে।

উন্নত দেশগুলোর দিকে দৃষ্টি দিলে এটাই স্পষ্ট হয়, গণিত ও মাতৃভাষার প্রতি এরা সব সময় ছিল সিরিয়াস। সম্প্রতি তারা এ বিষয়ে আগের চাইতে আরও সিরিয়াস হচ্ছে। আমাদের মনে রাখতে হবে, একজন শিক্ষার্থীকে একই সঙ্গে মাতৃভাষা ও গণিতে পারদর্শী হতে হবে। গণিতের দুর্বলতা নিয়ে কারও পক্ষে বিজ্ঞান চর্চায় বেশিদূর এগোনো সম্ভব নয়। শিক্ষার্থীদের কাছে গণিতকে একটি আকর্ষণীয় বিষয় হিসেবে তুলে ধরতে হবে। সুলিখিত গ্রন্থ ও মেধাবী শিক্ষকের অভাবে এ কাজটি ব্যাহত হবে। সহজ ও সুলিখিত গ্রন্থ প্রণীত হলে অষ্টম শ্রেণী পাস একজন শিক্ষার্থী এ সম্পর্কে যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন করতে পারবে। এটিকে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ বিবেচনা করতে হবে। কারণ যে শিক্ষার্থী অষ্টম শ্রেণীর পর ঝরে পড়বে, তার যেন কোন অপূর্ণতা না থাকে। যদি থাকে তবে তা সে আজীবন বহন করবে।

প্রস্তাবিত শিক্ষানীতিতে বলা হয়েছে, অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা হবে অবৈতনিক, সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলক। এই ইতিবাচক উদ্যোগটি ফলপ্রসূ করতে হলে প্রথমেই দরকার মানসম্মত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন। পুস্তক প্রণেতাদের মনে রাখতে হবে, অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার পর কোন কোন শিক্ষার্থী ঝরে পড়বে। এই ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের কথা বিশেষভাবে মনে রেখে প্রতিটি পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করতে হবে। অষ্টম শ্রেণী পাস বা প্রাথমিকের এই শিক্ষাকে অবলম্বন করে একজন ব্যক্তি তার একটি জীবন কাটিয়ে দেবে। কাজেই প্রাথমিক শিক্ষায় জ্ঞানের মৌলিক সব বিষয়ের সন্নিবেশ ঘটাতে হবে দক্ষতার সঙ্গে। একজন শিক্ষার্থী জীবনের প্রভাতেই যেন সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে নিবিড়ভাবে পরিচিত হতে পারে সেদিকে নজর দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে ইতিহাসের সন-তারিখের বাহুল্য পরিহার করে মূল ঘটনাকে শিক্ষার্থীদের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলতে হবে। প্রাথমিক স্তরের ইতিহাস পুস্তকে কেবল এই উপমহাদেশের ইতিহাস রচিত হলে এতে শিক্ষার্থীদের অপূর্ণতা থেকেই যাবে। এ ক্ষেত্রে এই উপমহাদেশের ইতিহাসের পাশাপাশি ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি ও আমেরিকার সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের সঙ্গে আমাদের শিক্ষার্থীদের পরিচয় করিয়ে দিতে হবে।

সব শিক্ষার্থীর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হল নৈতিক শিক্ষা। সম্প্রতি এমনকি উচ্চশিক্ষা গ্রহণের পর শিক্ষার্থীদের নৈতিকতা মান নিয়ে অনেকেই প্রশ্ন তুলছেন। এ ক্ষেত্রে আমার মনে হয় গতানুগতিক যেকোন নৈতিক শিক্ষায় আমূল পরিবর্তন আনতে হবে। এ বিষয়টি ব্যাপক গবেষণার দাবি রাখে। এ ক্ষেত্রে বিশ বছর আগের পুস্তক আজকের বাস্তবতায় কী ভূমিকা রাখবে, এটাও অনুপুঙ্খ আলোচনা করতে হবে। প্রযুক্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বদলে যাচ্ছে মানুষের মূল্যবোধ, নৈতিকতার বিবেচনা। কাজেই যুগের চাহিদা, সামাজিক বাস্তবতা ইত্যাদির ওপর দৃষ্টি রেখে সারাবিশ্বের গুণীজনের জীবনীর সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পরিচয় করিয়ে দিতে হবে। হাজী মুহাম্মদ মহসীন, লালন সাঁই— এদের জীবনের উজ্জ্বল দিকের সঙ্গে পরিচিত হলে শিক্ষার্থীরা উজ্জীবিত হবে। জর্জ ওয়াশিংটন, আব্রাহাম লিংকন, ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল, মাদার তেরেসা— এমন গুণীজনের বর্ণিল জীবনকথা শুনলে স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষার্থীরা ভালো কাজের প্রতি, মহৎ কাজের প্রতি আগ্রহী হবে। 'যেজন দিবসে মনের হরষে জ্বালায় মোমের বাতি...' এ ধরনের কবিতার সঙ্গে শিশুদের পরিচিত করালে এদের ভেতর শুভবুদ্ধির উদয় না হয়ে পারেই না। বিদ্যাসাগর, শেখ সাদী প্রমুখ গুণীজনের জীবনকথার সঙ্গে শিশুদের যতবেশি পরিচিত করানো যাবে ততই তারা উপকৃত হবে। শেখ সাদীর জামা বদল করার পর আপ্যায়িত হওয়ার ঘটনা শুনে কি শিক্ষার্থীদের মনে কোনই ছাপ পড়বে না? সরাসরি উপদেশের পরিবর্তে এ রকম ব্যতিক্রমী ঘটনার কথাই শিক্ষার্থীরা অধিক সময় মনে রাখবে।

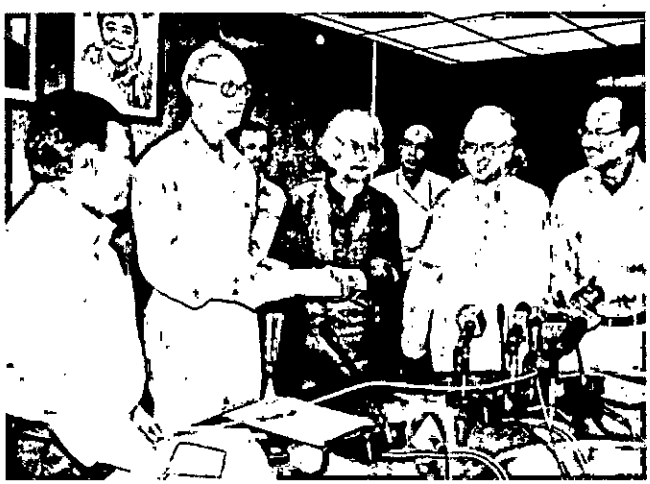

বিশ্বসেরা বাছাই করা গল্প, উপন্যাস শিক্ষার্থীদের উপযোগী ভাষায় আকর্ষণীয় করে অনুবাদের ব্যবস্থা করতে হবে। সহজ ভাষার এসব গল্প-উপন্যাস একজন দক্ষ শিক্ষক যদি শিশুদের কাছে ভালোভাবে উপস্থাপন করেন তাহলে শিশুরা এই গল্প আজীবন মনে রাখবে। গতানুগতিক নৈতিক শিক্ষার বিকল্প হিসেবে এটি ভালো ফল দেবে, এটাই আমার বিশ্বাস। বিষয়ভিত্তিক বিভিন্ন পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এসব নৈতিক শিক্ষা। মনে রাখতে হবে, এসব অনুবাদ গ্রন্থ যত আকর্ষণীয়ই হোক এটি শিক্ষার্থীদের মনে কি ছাপ পড়বে, তা নির্ভর করবে শিক্ষকদের উপস্থাপন দক্ষতার ওপর। প্রাথমিক পর্বের শিক্ষা শেষ করেও একজন শিক্ষার্থী নিজেকে বিকশিত করার কী ক্ষমতা রাখে তার বাস্তব উদাহরণ আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম এবং কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আমাদের শিক্ষার্থীদের ভূগোলে দুর্বলতার বিষয়টিও উল্লেখ করার মতো। বিষয়টি কী করে আরও আকর্ষণীয় করে তোলা যায় সে বিষয়ে ভাবতে হবে। একই ইতিহাস পুনঃপুনঃ পাঠের পরিবর্তে বিচিত্র ইতিহাসের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পরিচিত করালেই ভালো ফল মিলবে।

জাতীয়তাবাদের শিক্ষার মানে যেন জাতীয় বিদ্বেষ না হয়, এ বিষয়েও সতর্ক থাকা দরকার। অন্য সব দেশের ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পাশাপাশি পাশের দেশ পাকিস্তান সম্পর্কেও শিশুদের জানাতে হবে। সিন্ধু সভ্যতার কথা বললে পাকিস্তানের কথাও আসবে। পাকিস্তানের কবি ইকবালের কবিতার মর্মকথার সঙ্গে অপরিচিত থাকলে এটা আমাদের শিক্ষার্থীদেরই ক্ষতি। তথ্য-প্রযুক্তির বিকাশ আমরা সবাই চাই। কিন্তু কম্পিউটার প্রোগ্রামারের বদলে আমরা পাচ্ছি দক্ষ টাইপিস্ট। এর মূল কারণ শিক্ষার্থীদের মৌলিক জ্ঞানের অভাব। দক্ষিণ ভারতের বাঙ্গালোরের শিক্ষার্থীরা সফটওয়্যার সৃষ্টি ও প্রয়োগে অনেকদূর এগিয়েছে। এর পেছনে কাজ করেছে অনেক বিষয়। মাতৃভাষায় দক্ষতা ও মৌলিক জ্ঞানের (যেমন গণিত, পদার্থ, রসায়ন, একাউন্টিং ইত্যাদি) পাশাপাশি ইংরেজিতে দক্ষতারও এদের সাফল্যের বড় কারণ। মাতৃভাষায় অদক্ষ ও মৌলিক জ্ঞানে অপূর্ণ কারও পক্ষে বিজ্ঞানী হওয়া অসম্ভব। অন্য যে কোন ক্ষেত্রেও কৃতিত্বের পূর্বশর্ত ওই একই। অর্থাৎ বড় হতে হলে বা ভালো কিছু করতে হলে দরকার মজবুত ভিত্তি।

দুই.

প্রসঙ্গক্রমে একটি বিষয় উল্লেখ করা দরকার। শহর অঞ্চলের তুলনায় গ্রামীণ জনপদের শিক্ষার্থীরা পিছিয়ে পড়ছে। এ বৈষম্য দূর করতে হবে। সরকারি উদ্যোগেও এ বৈষম্য দূর হতে পারে। ইউরোপ-আমেরিকায় স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন বৈষম্য খুবই কম। আমরা ওই মডেল অনুসরণ করতে পারি। আকর্ষণীয় বেতন পেলেই মেধাবীরা স্কুলের চাকরিতেও আগ্রহী হবে। উন্নত জাতি গঠনের ক্ষেত্রে মেধাবী শিক্ষক বড় ভূমিকা রাখতে পারেন। বাস্তবতার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বেতন-ভাতা প্রদান করতে হবে স্কুলের শিক্ষকদের। এর জন্য বাজেটে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ বাড়তে হবে। স্বাস্থ্য খাতের বাজেটও বাড়াতে হবে। দক্ষ জনসম্পদের জন্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতের বাজেট প্রণয়নেও সংশ্লিষ্টদের উদার ও দূরদর্শিতার পরিচয় দিতে হবে। জাপানের তেমন কোন প্রাকৃতিক সম্পদ নেই। কেবল দক্ষ জনসম্পদের বলেই জাপান বর্তমানে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহৎ অর্থনীতি।

• প্রফেসর অনুপম সেন : *শিক্ষাবিদ, উপাচার্য, চিটাগাং বিশ্ববিদ্যালয়।*